আলমডাঙ্গায় খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামণায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া অনুষ্ঠানে দলে দলে নেতা নেতাকর্মীদের যোগদানের মধ্য দিয়ে এক জনসভায় রুপ নেয়।

দোয়া ও আলোচনা সভায় বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ঝন্টু মালিতার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক সভাপতি সহিদুল কাউনাইন টিলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাউনাইন টিলু বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যেসকল ভায়েরা জিবন দিয়েছে তাদের আত্নার মাগফিরাত কামণা করছি। এসময় তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচার এরশাদ সরকার পতনের পর নির্বাচনের জনগণ বেছে নেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। রাজপথ হয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর গৌরবে অভিষিক্ত হন বেগম খালেদা জিয়া।

তিনবার সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন তিনি। বেগম খালেদা জিয়ার বন্দীত্বকালের সাড়ে ছয় বছরে তার বড় পুত্র তারেক রহমান লন্ডনে থেকেই দলকে তৃণমূল শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তার মা বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনেও তিনি প্রবাসে। তবে এখন বিএনপির প্রতিটি নেতা-কর্মী-সমর্থক স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশে এই নেত্রীর জন্মদিন ও দোয়া মাহফিল পালন করছেন। শেষে নেত্রীর আশু রোগমুক্তি কামনা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মৃত্যুবরণকারী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়র পরিষদের চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন

সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিচ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলের সভাপতি শরিফউজ্জামান শরিফ, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবদলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি চাঁদ আলী।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওহাব মাষ্টার, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রফিক মেম্বর, গাংনী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি হাবলু মিয়া, সহ-সভাপতি নাজিমদ্দিন, আশরাফুল ইসলাম, হাসিবুল হক, মনিরুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম (এসজিটি আব:), তুষার, সমসের, আহসান হাবিব সুইট, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক লিখন, সাঈদ, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক নাজির, নাঈম, সুমন, ছাত্রনেতা রুমন, জেহালা ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতিসহ স্থানীয় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ।

“স্বৈরাচারী হাসিনার পতনে দেশের গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে”-আসাদুজ্জামান বাবলু

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনীতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন।

আজ শুক্রবার (১৬ আগস্ট) বিকালে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে সাহারবাটি ইয়ূথ ক্লাব চত্ত্বরে এই মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

সাহারবাটি গ্রাম বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন

পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

সাহারবাটি গ্রাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাহারবাটি কৃষকদলের সভাপতি জাহিদুল হক রাজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, বিএনপি নেতা শাজাহান সেলিম, আশাদুল ইসলাম আশা, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ৯ ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি গোলাম রহমান, সাহারবাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সস্পাদ আবুল কালাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সস্পাদক এম রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি জুনায়েদ আহমেদ, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম। এসময় বিএনপি ও অঙ্গ সংঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, হাজারো ছাত্র তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এই দেশকে দ্বিতীয় দফায় স্বাধীন করেছে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের সেই স্বাধীনতা ধরে রাখতে হবে। এখন প্রতিশোধ নয়, সবাইকে নিয়ে দেশ গড়তে হবে।
তিনি আরো বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনে দেশের গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে।

খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে আবারও ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন। তারেক রহমান দেশে ফিরে গণমানুষের কাণ্ডারি হবেন।

এসময় শহিদ ছাত্রদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এছাড়া মাহফিল থেকে দেশ-জাতির মঙ্গল ও খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

আইনের পথে হাঁটলেই মুক্তি পেতে

পারেন খালেদা জিয়া

দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্যে দেশের বাইরে নেয়া নিয়ে চলছে নানা ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যার ফুলঝুরি। বিএনপি এবং বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বলছেন সরকার ইচ্ছে করে আইনি জটিলতায় খালেদা জিয়ার চিকিৎসা করাতে দিচ্ছে না। আর অন্যান্য আইনজ্ঞরা বলছেন সরকার চাইলেই যা খুশি তাই করতে পারে না। সংবিধান এই স্বেচ্ছাচারের অধিকার কাউকে দেয় না। চলুন পাঠক আমরা দেখে নেই এনিয়ে কী বলেছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা এবং কী আছে আইনে।

আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা সরকারের আইনমন্ত্রীর বক্তব্য জেনে নিতে পারি। গত ৪ অক্টোবর সচিবালয়ে সাংবাদিকেদের তিনি বলেন, এখন আইনের পথে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার পথ বন্ধ। তবে তিনি যদি দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চান, সেটা রাষ্ট্রপতি বিবেচনায় নিতে পারেন। এনিয়ে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বলেন, আইনমন্ত্রী বা সরকার আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আইন অনু্যায়ী খালেদা জিয়াকে সরকারই মুক্তি দিতে পারে। বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ও খালেদা জিয়ার অন্যতম আইনজীবী কায়সার কামাল বলেন,ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় বলা আছে, সরকার চাইলেই নির্বাহী আদেশে যে কাউকে মুক্তি দিতে পারে এবং বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক সংবাদ মাধ্যমে বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী সরকার নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়াকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছে। ওই ধারাতেই বলা আছে, নির্বাহী আদেশে শর্ত ছাড়াই মুক্তি দেওয়া যায়। এমনকি সরকার সাজা মওকুফও করতে পারে। ফলে সরকারই শর্তহীন মুক্তি দিয়ে খালেদা জিয়াকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

এনিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেন চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যেতে হলে খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি আবেদন করতে হবে। পাশাপাশি সরকারকে আগের আদেশ প্রত্যাহার করে নতুন আদেশ জারি করতে হবে। এখানে আগের আদেশ বলতে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও খালেদা জিয়াকে বাসায় চিকিৎসা নেয়ার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে সেটার কথা বলা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল সে ক্ষেত্রে কিন্তু

অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে। রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা পেলেই কেবল, ফৌজদারি দণ্ড প্রশমন হয়, এবং দণ্ডিত তার হারানো সিভিল অধিকারগুলো ফেরত পান। তখন আর সেটা ইমিগ্রেশন আইন বা ভিসা আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না। আর তখনই কেবল আবেদনকারী বিদেশে যেতে পারেন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

খালেদা জিয়ার ‘শর্তহীন’ বিদেশ যাত্রা কেন চায় বিএনপি?

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দুই মাস ধরে হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা সংকটাপন্ন। প্রায়ই তাকে সিসিইউতে নেওয়া হচ্ছে। তারা মনে করছেন, দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা দিলে তিনি সেরে উঠতে পারেন। যদিও আইনত তার এখন বিদেশে যাওয়ার সুযোগ নেই। যদি যেতেই হয় তাহলে আদালতের মাধ্যমে তাকে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু সেই অনুমতি চাইতে হলে আগে কারাগারে ফিরতে হবে। কারণ ইতোমধ্যে তিনি একটি সুবিধা নিয়েই সাজাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ বাসায় অবস্থান করছেন।

এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের কোনও শর্ত মেনে বিদেশে যেতে নেতাদের রাজি হতে বারণ করে দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন। প্রশ্ন হলো, কেন তিনি শর্ত ছাড়া যেতে চান। বিএনপিইবা কেন বা কোন যুক্তিতে তাদের চেয়ারপারসেনকে বিনাশর্তে বিদেশে নিতে চান। শুরু থেকেই বিএনপির আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে, সরকার চাইলে তাকে মুক্তি দিতে পারে। বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে পারে।

যদি ধরেও নিই সরকার চাইলে পাঠাতে পারবে। কেনো পাঠাবে? বিএনপি কি সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে? বিএনপি কি খালেদা জিয়ার শারিরীক পরিস্থিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলাপে বসতে চেয়েছে? আদালতের বাইরে নির্বাহী আদেশে সরকার প্রধান প্রথম দফা খালেদা জিয়াকে নিজ বাসভবনে যেতে অনুমতি দিয়েছিলো। দ্বিতীয় দফাও সেভাবে কিছু করার

সুযোগ সরকার কেনো নিবে? আদালতের বাইরে একাধিকবার এই পদ্ধতি অবলম্বন অন্য কারাবন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিত করে কি? বিএনপি নিশ্চয় একবারের জন্যও সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন না।

৪০১ ধারার ক্ষমতাবলেই নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে ২০২০ সালের মার্চে খালেদা জিয়াকে শর্তসাপেক্ষে বাড়িতে থাকার অনুমতি দেয় সরকার। নতুন আবেদনের বিষয়ে আইনমন্ত্রী জানান, একই আবেদন বারবার নিষ্পত্তির সুযোগ নেই। এটি একবারই নিষ্পত্তি হয়। ফলে খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হলে পুনরায় জেলে গিয়ে আদালতে আবেদন করতে হবে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ফৌজদারি কার্যধারার ৪০১ এর একটি উপধারা অনুযায়ী দুটি শর্তে তাকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো সে আদেশও তারা বাতিল করবেন না জানিয়েছেন। ফলে সরকারের যে নির্বাহী আদেশে মিসেস জিয়া শর্তসাপেক্ষে বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন সেই আদেশ বাতিল না করলে তার আপাতত জেলেও ফেরত যাওয়ার সুযোগ নেই। এখন সরকার কোন জায়গা থেকে বিনাশর্তে তাকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করবে?

একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে বিনাশর্তে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিলে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে? তিনি চিকিৎসা শেষ করে ফিরবেন তার নিশ্চয়তা থাকে না। এর আগেও এমন বহু নজির আছে যারা অপরাধ করে দেশত্যাগ করেছেন এবং তাদের আর ফেরানো সম্ভব হয়নি। সরকারের সাথে আলাপকালে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা উত্থাপিত হলে বিএনপি থেকে জানানো হয় জার্মানিতে যেতে চান তারা। সেখানে ইনটেনশনটা পরিস্কার হয়। তারা এমন জায়গায় যাওয়ার নিশ্চয়তা চান যাদের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তি বাংলাদেশের নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত খুনি শরিফুল হক ডালিম, মোসলেম উদ্দিন, রাশেদ চৌধুরী ও নূর চৌধুরীর অবস্থান প্রাথমিকভাবে শনাক্ত হলেও তাদের ফেরত আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েও কোন উপায় বের করা যায়নি। নূর চৌধুরী কানাডায়, রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে, শরিফুল হক ডালিম স্পেনে এবং মোসলেম উদ্দিন জার্মানিতে আছেন বলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন। আর খুনি খন্দকার আবদুর রশীদ ও আবদুল মাজেদ কোথায় আছেন সেটা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায় না।

খালেদা জিয়ার সন্তান তারেক রহমান মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে

গেছে। এরপর তার বিরুদ্ধে করা মামলায় সাজা হলে তাকে ফেরানোর কথা ওঠে। কিন্তু লন্ডন থেকে তাকে ফেরানোর কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফেরানো নিয়ে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন জানান, তারেক যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। মিউচুয়াল লিগ্যাল এসিসটেন্স বা এক্সটাডিশন নিয়ে আমাদের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল এখনো পাওয়া যায়নি।

এতগুলো উদাহরণ যখন সামনে আছে তখন বিনা শর্তে কেনো খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিতে চান বিএনপি নেতারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তারা যদি তার মঙ্গল কামনা করতেন তাহলে অবশ্যই যে দেশেই চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো সেখানে নিতে চাইতেন। সেখানে চিকিৎসা করানোর সুযোগ পাওয়াটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য হতো। তারা শুরু থেকেই খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে রাজনীতি করে এসেছে। সেখানে সরকারকে বিপদে ফেলার ইনটেনশন যতোটা ছিলো, খালেদা জিয়াকে সারিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ততটো ছিলো কিনা সে প্রশ্ন করা এখন সময়ের দাবি।

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমতি পেতে আদালতে যাওয়ার সরকারি পরামর্শকে শুরুতে আমলেই নেয়নি বিএনপি। দলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা বলেন, খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত রেখে যেভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সেভাবেই তাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে সরকার। ফলে তারা আদালতে আবেদন নিয়ে যাবেন না। তবে খালেদার চিকিৎসার জন্য বিএনপি আবেদন না জানালেও ঠিকই তার পরিবার এগিয়ে এসেছে।

খালেদা জিয়াকে দেশের বাইরে পাঠাতে সরকারের কাছে আবারও চিঠি দিয়েছেন তার ভাই শামীম ইস্কান্দার। তাদের একবার আবেদন দেওয়া

আরেকবার না দিতে চাওয়া উদ্দেশ্যমূলক উল্লেখ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, কেউ যদি তার স্বজনের আসলেই ভালো চান, তাহলে যেকোন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবেন না। আদালতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বিএনপি আসলে তাদের নেত্রীর অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানান, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠাতে সরকারের কাছে আবারও চিঠি দিয়েছেন তার ভাই শামীম ইস্কান্দার। তিনি বলেন, ‘বাইরে পাঠানোর জন্য দুই-তিন দিন আগে শামীম ইস্কান্দার সাহেব এসেছিলেন। ওইদিনই বলে দিয়েছি। আমার কাছে চিঠি দিয়েছেন। আইনি জটিলতার কারণে চিঠিটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। উনি (আইনমন্ত্রী) এখন ব্যাখ্যা দেবেন।’

এর আগে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তাকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে গিয়েছিলেন তার ভাই-বোনসহ পরিবারের সদস্যরা। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ২০২০ সালের এপ্রিলে এ ঘটনাটিকে সামনে এনে জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে খালেদা জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার, বোন সেলিমা ইসলাম, বোনের স্বামী রফিকুল ইসলাম দেখা করে মুক্তির আবেদন করেন। তখনও বিএনপি নেতারা দলটির পক্ষ থেকে চেয়ারপারসেন চিকিৎসার জন্য আইনগত কোনো পদক্ষেপও নেয়নি।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গত ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে মানবিক আবেদন করতে হলে প্রথমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করতে হবে। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয়ে মতামত চাইতে পারে। খালেদা জিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তিনি আজকে মুক্ত ও এভারকেয়ার হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা পাচ্ছেন। সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে পাচ্ছেন। তারপরও তারা আবেদন করলে দেখা যাবে।’

তখন বিএনপি থেকে জানানো হয়, বেগম জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার আবেদন করেছিলেন। ফলে তাদের আর নতুন করে আবেদনের দরকার নেই। এরপরই ২৫ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, ‘ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১)-এর ধারার ক্ষমতাবলে শর্তযুক্তভাবে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত রেখে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায়।’

[redacted]

[redacted]

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□/□□□□